সংবাদ

তারিখ ... 17 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৮ ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দিতে ঢাকায় গোপন বৈঠক

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

দফায় দফায় নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় এবার ঢাকায় গোপন বৈঠকের মাধ্যমে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদে উপাচার্যের পছন্দের এক প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। গতকাল ঢাকায় ইউজিসিতে একটি কক্ষে কঠোর গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে ইউজিসির অর্থ ও হিসাব শাখার সাবেক পরিচালক ইব্রাহীম কবীরকে চুক্তিভিত্তিক এ অবৈধ নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা না করে গোপন : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

গোপন : বৈঠক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কি এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্য গোপনে ঢাকায় বৈঠক করতে হবে। তাছাড়া সর্ব সিদ্ধান্ত ছিল যথাযথ নিয়ম মেনে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদনপত্র আহ্বান করে যোগ্যতার ভিত্তিতে রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়া হবে। কিন্তু তা না করে উপাচার্য অধ্যাপক ড, নুর উন নবীর পছন্দের প্রার্থী তড়িঘড়ি করে কেন নিয়োগ?

জানা গেছে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবী দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই রেজিস্ট্রার পদে তার নিজের কাউকে নিয়োগ দেয়ার জন্য চেষ্টা চালান। গত বছরের ২২ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে তার এক সহপাঠীর ভগ্নিপতি কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার এ.টি এম এমদাদুল ইসলামকে গোপন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দেন।

এতে বাধা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। তাদের আন্দোলনের মুখে এক সপ্তাহের মাথায় অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় সকল সদস্যও এর বিরোধিতা করেন। এমনকি নবনিযুক্ত ওই রেজিস্ট্রারকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত দেন। একই সাথে ওই সভায় অবিলম্বে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। গত বছর আগস্ট মাসের দিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও গত অক্টোবর মাসে রেজিস্ট্রার নিয়োগের বাছাই বোর্ড অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভিসি তার নিজের প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার জন্য ওই বাছাই বোর্ডে উপস্থিত সব প্রার্থীকে অযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করে ওই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে দেন। পরবর্তীতে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে তিনি নিয়মবহির্ভূতভাবে গোপন প্রক্রিয়ায় রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

সার্বিক বিষয়ে কথা বলার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবীর সাথে গতকাল একাধিকবার ফোন করে তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। শিক্ষক কর্মকর্তাদের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে উপাচার্যের এ অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর ও ইউজিসির চেয়ারম্যান সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।